বিশ্বনাথ ঘোষ

একজন মনোরোগী

একজন মনোরোগী আমার পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে
আমি তার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে খুঁজছি তন্নতন্ন করে খুঁজছি
ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা ও র্নিভরতার সূত্রগুলো
কিভাবে একা হয়ে যাচ্ছে একটি যুবক শূন্য আলপথে
কিভাবে তার অবদমিত কষ্টগুলো তীরের বর্ষার মতো ছুটে বেরোতে চাইছে
পারছে না। পারছে না। পারছে না।

তাই তার শুশ্রুষার জন্য শিয়রে রেখেছি আমার কবিতার পান্ডুলিপি
একটি দোয়াত কলম কালি আর সেবিকার নরম আঙ্গুল স্পর্শ
আমি তার স্বপ্নভঙ্গের ইতিবৃত্ত খুঁজতে খুঁজতে সমাজ সংসারে
আর এক ভাঙ্গা ডালের শব্দ শুনেছি।
কিশলয় আনতে বলেছি, একজন অপরিচিত মেয়েকে
সে ভুলে গেছে বিবর্ণ পাতার অন্ধ হাতছানিতে।
আমি তার প্রাক্তন বন্ধু বান্ধবীর খোঁজ করেছি
তারা তাদের ব্যস্ত সময়ের গল্প শুনিয়েছে।

নির্বান্ধব সে, তার বিপন্নতার কথা আমাকে বলতে পারেনি
তার ভয়, ভাবনা এবং ঝড়ের কথা আমাকে বলতে পারেনি
তার স্রোত তার জলোচ্ছ্বাসের কথা বলতে পারেনি আমাকে
শূন্য আলপথে ধূ ধূ রোদের মধ্যে সে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হল্টস্টেশন

পথ খুঁজছো, বাঁকানো চোখ প্রখম সূর্যে তুলেছে যে মন্থন
তুমি সেই জল রেখা ধরে নদীর কিনারে রূপ আর অরূপের দিকে
বাজনা বেজেছে, দূরে, সাঁওতাল পল্লীতে ঘন অন্ধকার
জ্বলে ছোট্ট লন্ঠন, হাওয়া দিলে ফুঁ দিলে নিভে যেতে পারে
তবু যাওয়া চাই জলযানটিকে ঠিকমতো সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া চাই
আলো অন্ধকার, দিগন্তে তারারা সব জেগে।

তবে কোন দিকে যাওয়া? কারা যাবে তোমার সঙ্গে?
সীগ্যাল পাখিরা ওড়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে
প্রথম পরাগে বাজে মূর্ছনা। তুমি শেষ স্বপ্নে ছুঁয়ে থাকো
পরজীবী পাতা। আলো জন্মের থেকে যোজন যোজন দূর।
রাঙা পথে ধুলো ওড়ে। বিভাবর্জিত তুমি দেখে যাও
শস্যহীন মাঠে শুধু উল্কাপাত। তুমি প্রত্যাবর্তনের দিকে...
ফিসফাস গূঢ় স্বর হাওয়া বদলে মেঘবতী মেঘ তোলে
জীবন জুয়াড়ী ঢেউ। শান্ত তুমি বিশ্রাম বেছে নাও হল্টস্টেশনে।
আর বসে বসে ভাবো, ইন্দ্রপ্রস্থ আর কতদূর?

শখ

গৃহস্থের মাখন চুরি করে সে গিয়েছে শহর কোলকাতা
উদ্দেশ্য একটাই — পদ্য ফেরি করে কথাটা ফোটানো
আর ভাসানো হাওয়ায় হাওয়ায়
হিম অন্ধকারে বুকের পাঁজরে যে অস্ফুট শুয়ে থাকে একা
চাতুরী নেই খলতা নেই চরিত্রের সঠিক প্রতিভা বোঝাতে
যার ওষ্ঠে ফুটে ওঠে খরতাপ কথায় কথায় গুণগুণ
জানে কি গঞ্জের ভিখারি জানে কি যাত্রা তার ধুলো পায়ে।

মজা ডোবে খুলে রাখে উন্মাদনা পর্বে
চরের গোধূলি সে তো শ্মশান জাগিয়ে রাখে
চাঁদ নামে জলে হাঁটু অব্দি বুক অব্দি বর্ষণমুখর অব্দি
রাস্তা থেকে উড়ো খৈ উড়ো খৈ হেঁকে যায় পদ্য ফেরি যুবা
না বলা কথারা তার খসে পড়ে পাখায় পাখায়
বুকের বালিশে আগুন তার, নদী বয় তবু কুলকুল অন্দর মহলে
যে জেনেছে আমন্ত্রণ, অববাহিকার খোঁজ
উদ্দেশ্যে একটাই, নিজেকে নিজের কাছে মেলে ধরা

অরণ্য স্বভাব

অরণ্যের স্বভাব পেয়েছি বলেই এখনো স্বপ্ন দেখি
এখনো কর গুনি ঘর তুলি কুরুশ কাঁটায়
উদ্দাম নিঃশ্বাসে তাকে নিয়ে যাই প্রমোদ বিহারে
সে যদি আমাকে চায় আমি কেন চাইবো না তাকে ?

ভিয়ানের রঙ মেঘে আসে যদি কামরাঙা দিন
পায়ে ধরি ধরা দাও, চোখ দাও মননের পুঁথি
পারাপার হবো আমি সমুদ্র না পারি বালিয়াড়ি
এনে দাও পলাশ পাপড়ি আমি দেবো খোলা মাছ
তুমি দোল খাও ঐ খোলা মাঠে দেশান্তরী করো না
দোহাই তোমার, নেমে যাবো আমি মেঘ ও পাতালে
তুমুল হৈ চৈ স্পন্দনে কাতর বয়স আলো কাঁপে
আমাকে দেখাবে পথ বুনো স্বভাবের শব্দমালা

জ্যোতিষী আমার কথা শুনে হেসেছে

লগ্নে মিথুন, বৃহস্পতি স্থান শুভ, রাহুটা ঝামেলা বাধিয়েছে
তরুণ জ্যোতিষী করতল উল্টে পাল্টে চশমার ফ্রেমে
চোখের ভেতর চোখ তুলে আমার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ
চেনা আলোয় পড়তে শুরু করলেন।
তারপর হঠাৎ থামিয়ে বললেন : উপকারে একটা পাথর নিন।

আমি পাথরের ইতিহাস, মানুষের গুহাবসতি, আদিম সভ্যতা ইত্যাদি
ভাবতে ভাবতে ফিরে যাচ্ছিলাম শৈশবে
ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প : আমি অষ্টম গর্ভের সন্তান
কপালে রাজটীকা আছে-একদিন মস্ত বড়ো হবো।
জ্যোতিষী আমার কথা শুনে হেসেছে।

বলেছি : শৈশবে পাড়াগাঁর ভিটেমাটি, শুকনো ধানের গন্ধ
লতানো পুঁই মাচার নীচে পেতলের কলস ভরে আগুন গুপ্তধন
জ্যোতিষী আমার কথা শুনে হেসেছে।

বলেছি : সোনার বাটির গল্প, দালানে ঝোলানো দাদুর হুঁকোয়
বেনারসী তামাকের গন্ধ
মার চোখে সারাদিন আচ্ছন্ন কুয়াশা
ফিস্‌ফাস্‌ গূঢ় স্বরে কি যেন বলতো বুঝিনি-
তবু সময় গম্ভীর স্বরে সেতার বাজিয়েছে
আমি একদিন পাহাড়ের চুড়োয় উঠবোই উঠবো।
এরপর পাথরের দ্রব্যগুণ লাগে নাকি?

জ্যোতিষী আমার কথা শুনে হেসেছে।

কুসুম প্রস্তাব

আমরা, বন্ধুরা এক সময় সম্ভ্রান্ত হতে চেয়েছিলুম। আমাদের চারপাশে তখন অসংখ্য লতাগুল্ম, কাঁটাঝোপ ও ভাঙাচোরা মানুষের বাস। ওখানে আকাশ বলতে, শুধু এক চিলতে উঠোন, কিছু উলঙ্গ শিশু আর নিমডালে বসে থাকা টুনটুনি পাখি। সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলুম। প্রখর বিশ্বাস আমাদের প্রতিটি লোমকূপে। উঁকি মারছে তখন হৃদয় ভায্যে এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। আমরা হাঁটতে শুরু করেছি সেই অভিষেকের দিকে। যদিও আমরা সেই সময় সাযুজ্যহীন, গাছের পাতার মতো নিভৃত। কেউ কারোর কাছে মুখ খুলছি না। তবু বাঙ্ময় হচ্ছে ভেতরের শব্দগুলো।

যেন এই মাত্র হাতে পাবো চাঁদ। যেন এই মাত্র এসে যাবে ভিসা, পাসপোর্ট আরো সব কি কি? নিকট বন্ধুরা অনেকেই সামুদ্রিক পাখি হবে, তার জন্যই চলছিলো সাংস্কৃতিক কোলাহল, জল তরঙ্গ, তার জন্যই সাজানো থরে থরে আঙুরলতা। আমি কিন্তু আমার ভেতরে কোনো আহ্লাদের ছবি ভাসাতে পারিনি। ক্ষীণ রেখার তবু গুণগুণ ওই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। মাথার ওপর সূর্য নিয়ে সারাটা দুপুর আমি কৃষকের শস্যকথা হতে পারিনি বলেই রক্তক্ষরণ অস্থিরতা ও দুঃখপাত। সেখানে মেঘময় আমি ও আমার রোদ্দুর। প্রতিকূলতার মধ্যে আমি বিচ্ছিন্ন। ওরা আমাকে সান্ত্বনার ভাষা শোনাতে এসেছিলো। আমি তখন আকাশ ফাটিয়ে ওদের দিকে তর্জনী তুলে বলতে চেয়েছিলুম, ‘ওরে, তোদের মতো আমার দিকে কি একটা কুসুম প্রস্তাব আসতে পারতো না?’